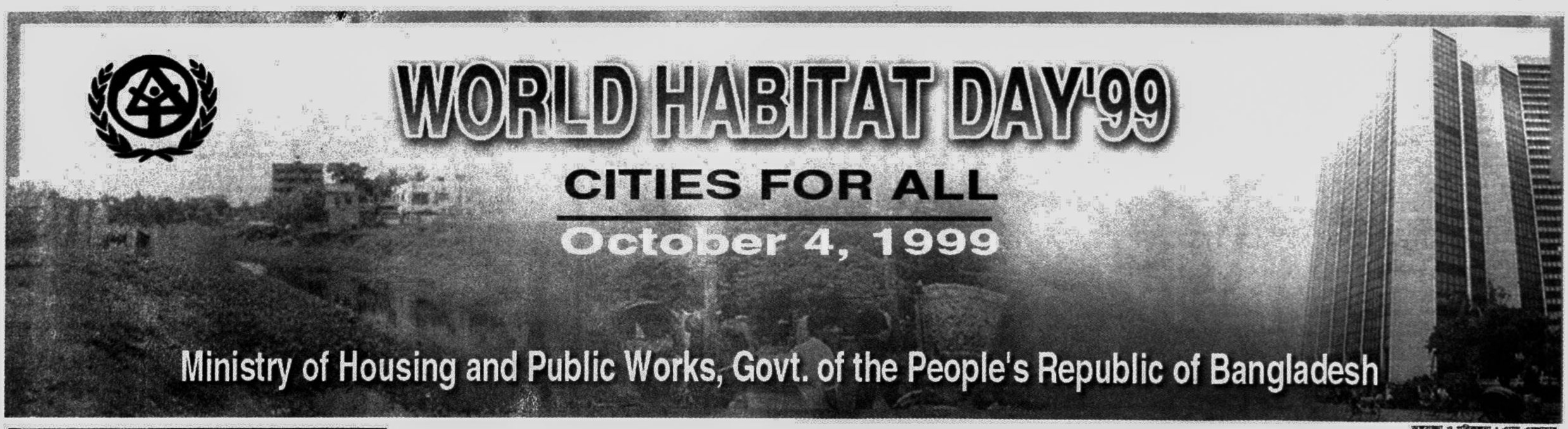

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা : এ্যাড এম্পায়ার

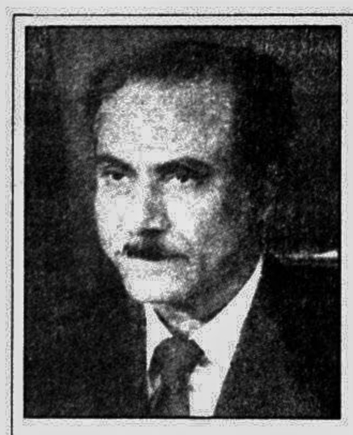

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

অনুন্নত বিশ্বে নগর উন্নয়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের মাধ্যমে সবার জন্য বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। "বিশ্ব বসতি দিবস'৯৯" উপলক্ষে 'সবার জন্য নগর' বা Cities for All গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার। দেশের বিভিন্ন শহরে ভাসমান লোকের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে জীবনযাপন কারও কাম্য নয়। গৃহহীন এবং ছিন্নমূল মানুষের আবাসন ও দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত উদ্যোগ।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস'৯৯ এর সাফল্য কামনা করছি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

ভারপ্রাপ্ত সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"Global Strategy for Shelter-To the year 2000" এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সনে কানাডার ভ্যানকুভারে অনুষ্ঠিত প্রথম মানব বসতি মহা-সম্মেলনের ঘোষণাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সন থেকে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার "বিশ্ব বসতি দিবস" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব বসতি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সবার জন্য নগর"। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় বর্তমানে বাংলাদেশ নগরবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ২০২০ সালে তা আট কোটিতে দাঁড়াতে পারে। ভবিষ্যতে এ বিশাল জনগোষ্ঠির নগরীয় সুবিধার কথা চিন্তা করে এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে নগরায়ন প্রয়োজন। আমাদের নগরগুলোর প্রধান প্রধান সমস্যা হচ্ছে নগরের ভূমির স্বল্পতা, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ। এ সকল সমস্যা নিরসনে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'শহর উন্নয়ন কর্মকান্ড' অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত "সবার জন্য নগর" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের বড়, মাঝারী ও ছোট শহরগুলোতে বাসস্থান, ভৌত অবকাঠামো, যাতায়াত ও অন্যান্য পৌর সেবাসমূহের মান ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রেখে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। প্রধান নগরের পাশাপাশি অন্যান্য নগরে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। নগরের নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং সর্বোপরি সরকার গৃহীত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের দ্রুত সমাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হবে এ মুহূর্তে করণীয়।

সারা বিশ্ব আগামীতে নগরায়িত হতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্ব বসতি দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য "সবার জন্য নগর" অত্যন্ত সময়োপযোগী।

সকল নাগরিকের আন্তরিক চেষ্টায় আমরা সবার জন্য নগর গড়ে তুলতে পারবো।

সোহেল আহমদ

সবার জন্য নগর

মোঃ শওকত আলী খান, সাবেক চীফ টাউন প্ল্যানার, ডি.এম.ডি.পি, রাজউক

আজকের বিশ্ববসতি দিবস'৯৯-এর জাতিসংঘ নির্ধারিত মূল প্রতিপাদ্য হল "সবার জন্য নগর"। এই প্রতিপাদ্য বিশ্বব্যাপী নগর জীবনের সুফল বঞ্চিত নগরবাসীর লক্ষ্যে উৎসর্গকৃত।

সবার জন্য নগর বলতে আমরা অবশ্যই প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর মনুষ্য সৃষ্ট দুর্ভোগমুক্ত এমনই এক উন্নীত নিরাপদ সামাজিক নগর পরিবেশকে বুঝি যে পরিবেশে বিভিন্ন আয়ের পরিবার, জাতি—ধর্ম আর স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় মৌলিক সেবা সুবিধাদি ব্যয় সাধ্য মূল্যে ভোগ করার সুযোগ আছে"। এ সুযোগ গ্রহণে নিরাপদ আবাসন আর নিশ্চিত কর্মসংস্থানের সুযোগের বিষয়টি স্বভাবতঃই এসে পড়ে। আর এসে পড়ে নৈতিক মূল্যবোধ, জন-স্বার্থ, জন-স্বাস্থ্য, জন-শৃঙ্খলা, জন-নিরপত্তা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রত্যাশার বিষয়টিও। এর জন্য প্রয়োজন আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভাজিত নগরীকে একীভূত করা আর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ও এ কারণে উদ্ভূত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের এলাকা ভিত্তিক বিন্তরণ। এ লক্ষ্যে বিশেষ প্রয়োজন স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক পরিচালন ব্যবস্থা আর অংশীদারিত্ব নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি। বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর দেশের মূল সমস্যা হল সম্পদের উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ। এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য গৃহীত বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা আলোচনা আর অংশীদারিত্ব নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ত করণে ব্যর্থ হওয়ায় আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ের শহরগুলো কার্যতঃ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হিসেবে গড়ে না উঠে কেন্দ্র নির্ভর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। ফলে দেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে গড়ে প্রতিবছর যোগ হচ্ছে কমবেশী ৩.৭৫ লক্ষ নতুন মুখ। আর সেই সাথে সৃষ্টি হচ্ছে বিদ্যমান নগর সুযোগ সুবিধাদির উপর বাড়তি চাপ। আজকের ঢাকাবাসীর এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশী বাস্তবে গৃহ সংস্থান বাজারে অংশগ্রহণে সমর্থ। পক্ষান্তরে প্রায় সমসংখ্যক নগরবাসীর ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগানর উপায় নেই। এরাই চরম দরিদ্র দশার শিকার-ঢাকার বস্তিবাসী। অস্বাস্থ্যকর বস্তি পরিবেশেই এদের বসবাস। পরবর্তী স্তরের দরিদ্র শ্রেণীর (২৪%) অধিকাংশেরই অবস্থান চরম দরিদ্র দশার কাছাকাছি। এদের মধ্যে যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তারাই মূলতঃ "নগর গ্রাম"বাসী। বাকী প্রায় ২০ শতাংশ ঢাকাবাসী দরিদ্র আর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এরা নগর প্রান্তিক অঞ্চলে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে নিজ নিজ মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতে সমর্থ হলেও আজ ভূমিমূল্যের লাগাম ছাড়া উর্ধগতির কারণে দিশাহারা হয়ে ক্রমান্বয়ে গ্রামবাসীতে পরিণত হচ্ছে। সামাজিক নগর গড়তে হলে অবশ্যই প্রতিটি স্তরের নগরবাসীর জন্য নগর সুবিধাদি আনুপাতিক হারে বন্টনের ব্যস্থা নিতে হবে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা অত্যন্ত ব্যয় বহুল। সরকারের একক প্রচেষ্টায় এ লক্ষ্য অর্জন কখনই সম্ভব হবে না।

এমতাবস্থায় এলাকা ভিত্তিক নগরায়ন ও আশ্রয় খাতের সঠিক পর্যালোচনা আর বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়ন ধারা বিশ্লেষণ করে সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির করা প্রয়োজন। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচী সহ ইপ্সিত কর্মসূচী গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সঞ্চার আর দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেওয়া।

নগর উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি তাই আজ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার সময় এসেছে। সামাজিক নগর উন্নয়নের লক্ষ্যে চাই ব্যয় সাধ্য কর্মসূচী আর এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে চাই ন্যায়সঙ্গত নগর ব্যবস্থাপনা। এ লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরী এলাকার বিভিন্ন পর্যায়ের (যেমন ঃ উপ-অঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড, পাড়া-মহল্লা) ধরন ও জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে আর মহানগর "নগর অবকাঠামো পরিকল্পনা" অনুযায়ী উন্নীত হবে এমন সুযোগ আর উপযোগের বাড়তি সুবিধার নিরিখে "স্থানিক পরিকল্পনার" মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে "বহুকেন্দ্রীক মহানগর" গড়ে তোলার দিক নির্দেশ রয়েছে। মধ্যবর্তীকালীন এলাকা ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশসহ পরিকল্পনা বিধি বিধানেরও উল্লেখ রয়েছে। এ স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে ভূমিহীন নারী, যুবা-বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী আর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ করে নগর সমাজে মানসম্মতভাবে সম্পৃক্তকরণের সুযোগ আছে।'

বস্তিবাসীদের পর্যায়ক্রমে নগর সমাজে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি তাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার সময় এসেছে। পরিকল্পিতভাবে আবাসনের সুবিধাসহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোট ছোট মহল্লা বা পল্লী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। এ লক্ষ্যে প্রধান অন্তরায় হ'ল ব্যয়বহুল নগর ভূমির সংস্থান।

নগর উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল ভোগীদের কাছ থেকে "বেটারমেন্ট ট্যাক্স" সংগ্রহের বিধান টি.আই-এ্যাক্ট এ উল্লেখ থাকলেও বিষয়টি কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এ প্রয়োজনে বেটারমেন্ট ট্যাক্স আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। বিকল্প হিসেবে ৫ একর এবং/অথবা তদুর্ধ নীচু এলাকা উন্নয়নের প্রয়োজনে ভূমি ভরাট করতে হলে জলাধার সংরক্ষণের প্রয়োজনে মোট ভূমির ১২.৫০ শতাংশ উপযোগ ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষণের যে প্রস্তাব মাস্টার প্ল্যান আছে সেই প্রস্তাব মতে যেকোন বৃহত্তর ভূমি উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহৃতব্য মোট ভূমির ১২.৫০ শতাংশ (যদি জলাধারের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন না হয় তবে) উপযোগ ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষিতব্য ভূমিবৎ গণ্য করে দুঃস্থ শ্রেণীর আবাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ পল্লী বা মহল্লা গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পার্শ্ববর্তী ভূমি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হ'লে প্রয়োজন বোধে ভূমি পুনর্বিন্যাস কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকা-বেলার লক্ষ্যে আবাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলো ঃ

ক) কর্মসংস্থান ও আবাসিক সুবিধা;

খ) পুনর্বাসনঃ (১) ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন (আবাসন বনাম অর্থকরী কর্মকাণ্ডে)

(২) উন্নয়ন কর্মকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের ক্ষতিপূরণ এবং/অথবা পুনর্বাসন;

গ) সরকারী পর্যায়ে ব্যয়ভার লাঘব (ভর্তুকী পরিহার)

ঘ) সরকারী, বেসরকারী, সমাজ আর ব্যক্তি উদ্যোগে উন্নয়ন প্রচেষ্টা;

ঙ) সমাজ (কমিউনিটি), পরিবার, পাড়া, ওয়ার্ড, এলাকা, উপঅঞ্চল ইত্যাদি ভিত্তিক সুযোগ সুবিধার ধরণ চিহ্নিত করে, চাহিদা নিরূপণ আর চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের দায়িত্ব বন্টন ও দায়িত্ব পালনের বিষয় চিহ্নিতকরণ;

চ) বাসিন্দাদের (সর্ব পর্যায়ের) ভূমির মালিকানা নিশ্চিতকরণ;

ছ) কমিউনিটি/ওয়ার্ড কমিশনার/ ব্যাংকার ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিচালনা কমিটি গঠন এবং এ কমিউনিটির উপর উন্নয়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ;

জ) দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজনে মহিলাদের অংশগ্রহণসহ এন.জি.ও গুলোর বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি।

ঢাকা মহানগরীর জন্য প্রণীত এ মহাপরিকল্পনায় মহানগরীর আওতাধীন এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচী জাতীয় পর্যায়ে গৃহীতব্য কর্মসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন সেক্টরাল এজেন্সীগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচী সু-সংবদ্ধ ও সমন্বয়ের সুযোগ আছে বিধায় মহানগরী এলাকাভূক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বিত পরিকল্পনা কাঠামো প্রণয়ন ও এলাকার পর্যায়ওয়ারী অনুক্রমিক বাস্তবায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্ধারণে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা আর সঙ্গত কারণে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আরোপনের সুযোগ আছে।

সরকারী আর বেসরকারী খাতের ক্রম পরিবর্তনশীল ভূমিকা বিশেষ করে মুনাফা ভিত্তিক আর বাজার প্রতিযোগিতা নির্ভর বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সুবিধা আজ বসবাসযোগ্য নগর পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। সঙ্গত কারণে জরুরী ভিত্তিতে এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনে জনকল্যাণমূলক সরকারী প্রচেষ্টার সাথে সাথে নগরবাসীকেই আজ নগর উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ নিতে হবে আর নগর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে "সবার জন্য নগর" এই প্রতিপাদ্যের সার্থক রূপ দিতে হবে।

সুপারিশঃ

১) (ক) জাতীয় পর্যায়ে ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়ন।

-এই উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা ডিভিশন/পরিষদ গঠন। এ ডিভিশন/ পরিষদ জাতীয় সংসদের বিশেষ স্থায়ী কমিটির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

(খ) জেলা এবং/অথবা মেট্রোপলিট্যান এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। জাতীয় পর্যায়ে প্রণীত ভৌত পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিশেষ এলাকা/ আঞ্চলিক/মেট্রোপলিট্যান এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন। এ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ক্ষেত্রভেদে বিশেষ পর্ষদ/জেলা পরিষদ এবং/অথবা মেট্রোপলিট্যান এলাকা উন্নয়ন পরিষদ গঠন এবং/অথবা শক্তিশালীকরণ।

(গ) আঞ্চলিক এবং/অথবা পৌর এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা কাঠামোর ভিত্তিতে জেলা এবং/ অথবা মেট্রোপলিট্যান এলাকা ভূক্ত উপজেলা, স্থানিক এলাকা (স্পেটিয়াল প্ল্যানিং জোন) বা উপ-অঞ্চল, সিটি এবং/অথবা পৌর এলাকা প্ল্যান প্রণয়ন। এ উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালন ও পরিবীক্ষণে দায়বদ্ধ থাকবে ক্ষেত্র ভেদে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ।

(ঘ) উপজেলা, উপ-অঞ্চল, সিটি এবং/অথবা পৌর এলাকা প্ল্যানের ভিত্তিতে পৌর ওয়ার্ড/গ্রামীন ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে এলাকা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং/অথবা স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প। ক্ষেত্র ভেদে উপজেলা, উপ-অঞ্চল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ এ উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনা ও পরিবীক্ষণে দায়বদ্ধ থাকবে।

২) জাতীয়/আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক/ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা/প্রকল্প প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় ভৌত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান গঠন।

৩) ডি এম ডি পি জাতীয় সেমিনারের সুপারিশ অনুযায়ী প্রণীত এবং ডিএমডিপি টাস্ক ফোর্সের বিবেচনার জন্য পেশকৃত "বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট প্ল্যানিং ম্যানেজমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৯৬ (খসড়া)" টাস্ক ফোর্সের অবলুপ্তির কারণে স্থগিত পর্যালোচনা করে নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া আর প্রণীত আইনের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৪) জরুরী ভিত্তিতে ডি এন ডি-বিমান বন্দর সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

৫) ডি এন ডি ট্রান্সেল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৬। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী সমন্বিত ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক বাস্তবায়ন।

৭) সরকারী, বেসরকারী এমনকি ব্যক্তি উদ্যোগে গৃহীত নগর উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম যাতে করে অনুমোদিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রভাবিত না করে পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে সেই লক্ষ্যে মাস্টার প্ল্যানে নির্দেশিত পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী ভূমি আর স্থাপনা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ; মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ আর এ প্ল্যান পরিপন্থি যে কোন প্রকল্প (যত লাভজনক হোক না কেন) বাস্তবায়ন নিষিদ্ধকরণ।

৮) পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বেনারসী স্টেট প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং এ অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর এবং/অথবা পেশাজীবীর প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে কর্ম-সংস্থানের সুবিধাসহ ব্যয় সাধ্য আবাসনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ছোট ছোট মহল্লা বা পল্লী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া।

মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ "বিশ্ব বসতি দিবস"। ১৯৮৬ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ঠিক এ দিনে ঐ বছরের জন্য নির্দিষ্ট একটি "মূল প্রতিপাদ্য" বিষয় নিয়ে বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। এ বারের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে "সবার জন্য নগর" বা Cities for All দেশের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হারের তুলনায় নগরায়নের বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। নগর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সারা বিশ্বে প্রায় ২.৬ শতাংশ, তবে উন্নয়নশীল বিশ্বে এ হার ৩.৮ শতাংশ এবং বাংলাদেশে এ হার ৫ শতাংশের মত। দেশে নগর সংখ্যা এ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাংলাদেশের নগর জনপদগুলো এলোমেলো হয়ে গড়ে উঠবে। এ জন্য এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য "সবার জন্য নগর" নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন পরিকল্পিত উপায়ে প্রতিটি নগর গড়ে তোলা। দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

যদিও বর্তমান সরকার প্রতিটি নাগরিকের নাগরিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ তবু এ কথা সত্য যে নগরগুলোতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তাছাড়া আমাদের নগর ও গ্রামের আবাসন পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন। আমাদের সরকার সারা দেশের আশ্রয়হীন মানুষের গৃহায়নের জন্য একটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে যাচ্ছে। ফলে বিত্তবানদের জন্যই শুধু নয়, মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জন্যও ঢাকা এবং দেশের অন্যান্য জেলা শহরে, উপজেলাতে পর্যায়ক্রমে নগরায়নের সুবধিাসহ আবাসন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। তাতে রাজধানী এবং অন্যান্য বিভাগীয় নগরসমূহে অভিগমনের হার হ্রাস পাবে।

পরিকল্পিত উপায়ে সম্পদ আহরণ করে দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের সহযোগিতা নিয়ে নতুন নতুন নগরী বা উপ-শহর সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব সবার জন্য নগর গড়ে তোলা, যেখানে সবার থাকবে প্রতিটি আবশ্যিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার। তবেই এ বারের মূল প্রতিপাদ্য যথার্থতা লাভ করবে বলে আমি মনে করি।

এবারের মূল প্রতিপাদ্য "সবার জন্য নগর" বাস্তবায়নে আসুন, আমরা সবাই সচেষ্ট হই।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্ব বসতি দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বের কোটি কোটি নিরাশ্রয় মানুষের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান ও তার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও জনসাধারণের বাসস্থান প্রাপ্তির মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল স্তরের জনসাধারণ নগরে বসবাস করেন। কিন্তু আমাদের দেশের নগরসমূহ পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভারে নগরগুলো অনেকাংশেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে যা জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই দেশে পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য এ বছর এ দিবসের কর্মসূচিতে সুবিধাবঞ্চিত নগরবাসী জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর সমধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

দেশের বৃহৎ নগরগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ কমাতে আমরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এছাড়া ২২টি জেলা শহরে 'মধ্যম শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়েছে। ফলে এ ধরনের শহরগুলোতে নাগরিক সুবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। দরিদ্র জনসাধারণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঘরে ফেরা, আশ্রয়ণ, গৃহায়ন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বয়স্কদের জন্য শান্তি নিবাস এবং শহুরে বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমি দেশবাসীর কাছে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা কামনা করি।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস-৯৯' পালন কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

PLANNING AND DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR DHAKA METRO AREAS: ROLE OF RAJUK

M. Azizul Haque, Chairman, RAJUK, Dhaka.

INTRODUCTION : Dhaka, the capital of Bangladesh, is a very fast growing metropolis. The city is the national, regional, and international centre. It is also the principal administrative, commercial, industrial, educational and recreational centre of the country. With new perspective, the Dhaka Metropolitan Development Plan (1995-2015) (DMDP) has been prepared incorporating the urban strategies, policies and development programme. It also provides planning guidelines, techniques, planning rules and standards and development control procedures.

DHAKA METROPOLITAN DEVELOPMENT PLAN (1995-2015): The Plan document comprises three levels; which are the Dhaka Structure Plan (SP) 1995-2015, Urban Area Plan (**UAP**) 1995-2005 and Detailed Area Plan (DAP). This plan refers to the 1528 sq.km. areas administered by RAJUK, Dhaka City Corporation (DCC) and other five municipalities namely Narayangonj, Kadam Rasul, Savar, Gazipur and Tongi are within the jurisdiction of RAJUK.

KEY PLANNING POLICIES

Area Development Policies: New Area Development Policy: SP recognizes that the new area development on a scale and at a rate which will ease pressures on the existing urban areas require the adoption of fundamental policy changes and the adoption of new approaches, techniques and mechanisms in the public and private sector initiative.

Fringe Area Growth Acceleration: To initiate and co-ordinate a range of measures aimed at stimulating and accelerating the rate of development in the designated areas of the urban fringe.

Land Resource Optimization: To optimize land resources within the defined established urban areas by encouraging development of vacant and under-utilized land.

Satellite Town: Gradual dispersion to satellite towns like Gazipur, Savar, Kaliganj and Purbachal (Yusufganj) is essential.

KEY DEVELOPMENT PROGRAMMES

New Area Development:

Nikunja (South) Residential Housing Estate: This estate provides about 600 serviced-plots comprising an area of 68 acres. Basically, it is designed as low height residential estate. The size of plots is 2160 sq. ft.

Uttara Model Town (Third Phase): This is the extension of the Uttara Model Town (Third Phase) at the north west of city. Under this project about 2100 acre lands will be developed for residential purpose with all urban facilities.

New Town Purbachal (Yousufgonj): The biggest so far and prestigious project of RAJUK is the New Town Purbachal at Yousufganj. The project area comprises of more or less 6150 acres. There will be about 30,000 serviced-plots of different sizes with all necessary infrastructure services. This town will acco-mmodate about 10 Lac population in future.

Jhilmil Housing Project (Keranigonj): This housing project is located in Keranigonj comprising of about 404 acres. About 50% of land of the project will be as plots and remaining 50% will be used for apartment buildings.

Resettlement or Urban Poor (slums): It is estimated that around 30 Lac poor are scattered in different locations and living in subhuman condition. Under RAJUK's slums development programmes the city poor (slums) are going to be resettled in different suitable locations near the city areas and also in villages of origin providing basic infrastructure services.

Fringe Area Growth Acceleration:

DND Plan: DAP of DND (Dhaka-Narayangonj-Demra) has already been prepared. The area comprises an area of about 14,500 acres. The area will accommodate about 20 Lac population with urban services.

Six Detailed Area Plans (DAP): According to the Structure Plan's recommendations, RAJUK has already engaged Planning Consulting Firms to prepare DAP for six urban fringe areas. This programme will be carried-out on priority basis and completed by 2005.

Infrastructure Development

Construction of Roads: RAJUK is going to construct ten Major Link Roads within city areas for easy accessibility. Besides the proposal is made to construct a road from "River Side Inner Bypass Road from Fatullah to Second Buriganga Bridge at Babupura". The construction of some link road projects has already been undertaken.

Development of 1000 Lanes and By-lanes: RAJUK has already completed a survey by engaging a Local Consulting firm to identify narrow and congested By-lanes and also missing links. The phase-wise programmes for construction of Lanes and By-lanes will be undertaken.

CONCLUSION: The proper implementation of proposed policies and development programmes for Dhaka is significantly important for city's sustainable development. But in the process of project implementation RAJUK often faces constraint which are mainly fund limitation, lack of capacity building and cumbersome land acquisition process etc. It is necessary to start a mass scale motivation in city and community level. The private sector and community participation are to be encouraged for implementation of the projects.

সৌজন্যে ঃ
স্বপ্নের সেরা নগরী
লেকসিটি
কনকর্ড
৮৯০ থেকে ১২৯০ বর্গফুটের এপার্টমেন্ট

বিশ্ব বসতি দিবস ৯৯'এ কনকর্ডের অঙ্গীকারঃ
রাজধানী ঢাকার মাঝেই
দূষণমুক্ত এক ছোট্ট নগরী
গুলশান থানাধীন জোয়ারসাহারা মৌজাস্থিত খিলক্ষেত, ঢাকা-তে উপশহর

কনকর্ড রিয়েল এস্টেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ (কনকর্ড গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান) ৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮৬৭৪০,৯৮৮৬৮৮৬,০১১